Alexander The Great Syndrome(ATGS)

ড: প্রণব কান্তি চৌধুরী

২০২৫ সালে আমার গ্রন্থ " আধুনিক সভ্যতার দুই খলনায়ক : কলম্বাস ও আইনস্টাইন , ১ম ও ২য় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আমার প্রণীত একীভূত প্রাকৃতিক বিবর্তনের মডেলে (২য় খন্ড: পরিশিষ্ট ২ পৃষ্টা:৩৫৩-৩৬৩)) কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ঘটনাসমূহের একটি বৌদ্ধিক বৈবর্তনিক (intellectual evotionary) বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই মডেলের অধীনে সমাজের কৃষ্টিগত বা বৌদ্ধিক বিবর্তনকে Evolutionary Anthropodynamics নামক নতুন এক বিজ্ঞানের শাখা দ্বারা অধ্যয়ন করা হয়। সমাজ বিবর্তনকে বর্ণনা করার জন্য আমার গ্রন্থে বহু নতুন ধারণার অবতারণা করতে হয়েছে। Alexander The Great Syndrome (ATGS) এমন একটি ধারণা। এই ধারণাগুলোর উপর আলোচনা করতে গিয়ে আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত জানার জন্য আমার গ্রন্থের নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ করা হবে।

প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানের দৈন্যতা উদ্ভুত সংকটকে বিশ্লেষণের জন্য আমার গ্রন্থে " Alexander the Great Syndrome(ATGS) " এর অবতারণা করা হয়েছে। মহাবীর আলেকজান্ডারকে (৩৫৬-৩২৩) ব্যক্তিগত সাফল্যের প্রতীক হিসাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিত্রিত করা হয়। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে স্বীয় প্রচেষ্টায় তিনি উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র গ্রীক রাজ্যকে তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তার দক্ষ সামরিক নেতৃত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের সামনে শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আলেকজান্ডার ব্যক্তিগতভাবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিলেন। এই দুর্ভাগ্য তার নিজের কর্মের ফসল নয় বরঞ্চ মানব জাতির জ্ঞানবিমুখতার ফসল। অনেক ইতিহাসবিদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ সালে মহাবীর আলেকজান্ডার কয়েকদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভোগার পর পরলোকগমন করেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী অন্তঃসত্তা ছিলেন, এবং তার কিছুদিন পর তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এই পুত্রই চতুর্থ আলেকজান্ডার নামে আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হয় । চতুর্থ আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আলেকজান্ডার পত্নী রোক্সানা তার দুই পারসিয়ান সতীনকে চক্রান্ত করে হত্যা করেন । পরবর্তীতে আলেকজান্ডারের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ক্যাসান্ডার (Cassander) আলেকজান্ডার পত্নী রোক্সানা , তার পুত্র চতুর্থ আলেকজান্ডার ও আলেকজান্ডারের

মাতা অলিম্পিয়াকে হত্যা করে ম্যাসিডোনীয়ার রাজা হিসেবে নিজেকে অভিষিক্ত করেন। অর্থাৎ আলেকজান্ডার তার প্রথম জীবনে বীরত্বের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু অর্জন করেছিলেন কিন্তু মাত্র একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় পরবর্তী এক দশকের মধ্যে তা একেবারে শূন্যের কোটায় পৌছে দেয়। প্রাচীন গ্রীক সমাজে প্রকৃতি সম্পর্কিত বহুবিধ জ্ঞানের দৈন্যতা বিদ্যমান ছিল। যেমন , পৃথিবী গোল না চ্যাপ্টা , বস্তুর পরমাণবিক গঠন কিংবা জীবদেহের কোষভিত্তিক গঠন। পৃথিবীর আকার কিংবা বস্তুর পরমাণবিক গঠন সংক্রান্ত জ্ঞানের দৈন্যতা মহাবীর আলেকজান্ডারের বিশ্বজয়ের পথে অজেয় প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করতে পারে নি। কিন্তু জীবদেহ সংক্রান্ত বৈবর্তনিক জ্ঞানের দৈন্যতা তার সকল পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বীরেরা পৃথিবীটাকে ভোগ করার মানসে সকল কর্মকান্ড করে থাকে । সেই ভোগের সম্ভাবনা অকালে নিঃশেষ হয়ে যাবে এই দুঃখে হৃদয় চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা । এই বেদনাকে লাঘব করার জন্য আলেকজান্ডার মৃত্যুশয্যায় তার প্রিয় সেনাপতিদেরকে ডেকে তার শেষ তিনটি ইচ্ছাপূরণের কথা বলেন। তিনি সেনাপতিদের কাছ থেকে তার মৃত্যুর পর তার ইচ্ছাগুলো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে সে প্রতিশ্রুতি ও আদায় করেন। আলেকজান্ডারের প্রথম ইচ্ছাটি ছিল : তার মৃতদেহের কফিন শুধুমাত্র তার চিকিৎসকরা বহন করবে । আলেকজান্ডারের প্রিয় সেনাপতি তার এই অদ্ভুত ইচ্ছার কারণ জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বললেন: আমার প্রথম ইচ্ছার কারণ আমি পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে চাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা ও মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। আলেকজান্ডারের প্রথম ইচ্ছার কারণ দেখে মনে হয় , তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল চিকিৎসকরা তার যোদ্ধা সেনাপতিদের মতো যে কোন অবস্থায় জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম এবং তার মতে চিকিৎসকদের এই ব্যর্থতা তাদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার ফসল। কিন্তু এই অতি বুদ্ধিমান বীর যোদ্ধা বোঝতেই সক্ষম হয়নি, তাকে রক্ষা করার মতো জ্ঞান তার চিকিৎসকদের কাছে তো নয়ই বরঞ্চ তৎকালীন মানব জাতির জ্ঞান ভান্ডারের কোথাও বিদ্যমান ছিল না। এই ইচ্ছাগুলোকে অকালমৃত্যুতে ভোগাবিলাসী জীবন হারানোর ভয়ে ভীত এক বুদ্ধিমান সম্রাটের প্রলাপ হিসাবে বর্ননা করা যায়। মানুষের এই ধরণের ব্যবহারকে " Alexander the Great Syndrome " বা অকাল মৃত্যুর ভয় নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

উপরে উল্লেখিত দুইটি ছবিতে " Alexander the Great Syndrome " বা "অকাল মৃত্যুর ভয় " এই ধারণার প্রতীকী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তা কারাগারে (high security prison) নিরাপত্তা প্রহরীর গুলিতে অকাল মৃত্যর ভয় কয়েদীদের কারাগারের অভ্যন্তরে থাকতে বাধ্য করে। কিন্তু হাসপাতালের অভ্যন্তরে এই ভয়ের উৎস বৈবর্তনিক আধিপত্য

(evolutionary supremacy) । জীবকোষ তত্ত্ব (cell theory) এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Darwinian theory of evolution) সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব মহাবীর আলেকজান্ডারের চিকিৎসকদের অসহায়ত্বের কারণ ছিল। আধুনিক চিকিৎসাবিদগণ কুইনিন সালেফেটের মাধ্যমে দুই সপ্তাহের চিকিৎসা দ্বারা অধিকাংশ ম্যালেরিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারে। Evolutionary Anthropodynamics আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের মত একটি বৈবর্তনিক বিজ্ঞান। ডারউইনের বিবর্তনবাদে জীবজগতকে জৈব প্রজাতির (biological species) সমাবেশ হিসাবে দেখা হয়। অনুরূপভাবে, Evolutionary Anthropodynamics বিজ্ঞানে মানব সমাজকে বিভিন্ন কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠীর (cultural population) সমাবেশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। (১ম খন্ড: ছক ১.৩ পৃষ্টা ৫৬) এই বিজ্ঞানে মানুষের প্রাণী জগতের সদস্যদের একটি অতিরিক্ত নতুন বৈবতনিক পরিচয় (evolutionary identity) আরোপ করা হয়েছে। এই পরিচয়ের নাম : Sapiens. মহাবীর আলেকজান্ডারের জীবনের বিয়োগান্তক ঘটনার জন্য দায়ী ছিল cellular view of living organism এর অনুপস্থিতি। Evolutionary Anthropodynamics মানব সমাজের জন্য Sapiens' view of human society এর অবতারণা করেছে এবং বৈশ্বিক সামাজিক ঘটনাসমূহের একটি বৈবর্তনিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এই বিজ্ঞানকে অবহেলা করা সমস্ত মানব জাতির জন্য মহাবীর আলেকজান্ডারের বিয়োগান্তক ঘটনার অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভবের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদ তথা ডারউইনবাদের বিরোধী প্রচারণা ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে । ফলশ্রুতিতে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিশাল উন্নতি সত্ত্বেও বিশ্বব্রহ্মান্ডে প্রাণের উদ্ভব এবং বিবর্তনের উপর অনুসন্ধানী গবেষণার ব্যাপারে অনাগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। (২য় খন্ড: ২ আধুনিক বিজ্ঞানের সংকট ও আইনস্টাইনের অজ্ঞতা পৃষ্টা-১৩-৫৯) ।

আরো তথ্যের জন্য আমার ওয়েবসাইট : www.anthropodynamics.com । আমার গ্রন্থ " আধুনিক সভ্যতার দুই খলনায়ক : কলম্বাস ও আইনস্টাইন " www.rokomari.com এ বিক্রয় হচ্ছে।